স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

১০ ডিসেম্বরএন.এইচ.আর.সি. উদযাপন করবে মানবাধিকার দিবস

Posted On: 18 DEC 2017 1:52PM by PIB Kolkata

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এন.এইচ.আর.সি.) আগামী ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উদযাপনের জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে| প্রধান অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখবেন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু| এছাড়া থাকবেন এন.এইচ.আর.সি.'র চেয়ারপারসন তথা দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এইচ.এল. দাত্তু সহ অন্যরা|

বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রকে (ইউ.ডি.এইচ.আর.) স্মরণ করে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়| বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার রক্ষায় একটি সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ১৯৪৮ সালে এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়|

মানবাধিকার দিবস উদযাপনে ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশ জুড়ে শর্ট-ফিল্ম প্রতিযোগিতা সহ নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে| মানবাধিকার নিয়ে তৈরি করা প্রথম তিনটি শর্ট-ফিল্মকে যথাক্রমে এক লাখ টাকা, পঁচাত্তর হাজার টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ট্রফি ও মানপত্র প্রদান করা হবে| তাছাড়া এন.এইচ.আর.সি.'র কিছু পুস্তিকাও প্রকাশিত হবে|

তাছাড়া শিশুদের আঁকা পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিরও প্রদর্শন হবে অনুষ্ঠানে| থাকবে বিভিন্ন আলোকচিত্র| যেখানে গত বছরের মানবাধিকার দিবস উদযাপনের পর থেকে এখন পর্যন্ত মানবাধিকারের সুরক্ষার জন্য কমিশন যা যা করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো উপস্থাপিত করা হবে|

১৯৯৩ সালে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হওয়ার পর থেকে এই ২৪ বছরে দেশজুড়ে মানবাধিকারের সংস্কৃতির প্রসারে উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন| বিশ্বের অন্যান্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের মতই এন.এইচ.আর.সি. সংসদে পাশ হওয়া মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের জন্য একটি সুপারিশকারী সংস্থা|

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয় দেখার পাশাপাশি কমিশনেরঅন্য কাজের মধ্যে রয়েছে, সংবিধান অথবা কোনো আইনের অধীনে দেওয়া সুরক্ষা-কবচের পর্যালোচনা, আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র/চুক্তিপত্রের কার্যকর রূপায়ণের জন্য প্রস্তাব দেওয়া, মানবাধিকারের বিষয় নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং সেমিনার ও আলোচনা কর্মসূচির আয়োজন করা, মানবাধিকার নিয়ে সচেতনতার প্রসার এবং মানবাধিকারের প্রচারে অ-সরকারি সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া|

এ উপলক্ষে কমিশন জমে থাকা মামলার নিষ্পত্তির জন্য শিবিরের আয়োজন করছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের বিরুদ্ধে হওয়া নৃশংসতার অভিযোগের শুনানিরও আয়োজন করছে| তাছাড়া মানবাধিকার ও জন-কল্যাণের প্রকল্প রূপায়ণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রয়োগের মূল্যায়ন করার জন্য কমিশন রাজ্যগুলির বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করছে, যাতে সু-প্রশাসন সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকারকে প্রস্তাব দেওয়া যায়|

মানবাধিকারের প্রধান বিষয় নিয়ে কমিশন বিভিন্ন ধরনের হস্তক্ষেপ করেছে| যার মধ্যে রয়েছে, চুক্তিভুক্ত ও শিশু শ্রমিকদের বিষয়, কারাগার সংস্কার,স্বাস্থ্যের অধিকার, খাদ্যের অধিকার, মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী ও সিলিকোসিস রোগাক্রান্ত মানুষের অধিকার, অবৈধ ওষুধ, খাবারে রাসায়নিক সার, ও ষুধেরদাম, কর্পোরেটদের সামাজিক দায়িত্ব, হাত দিয়ে পয়প্রণালী ও ময়লা পরিষ্কার করা, নারীদের মানবাধিকার ইত্যাদি|

মানবাধিকার ও এর কাজকর্ম নিয়ে সচেতনতার প্রচারে হিন্দি ও ইংরেজিতে মাসিক নিউজলেটার বা সংবাদ-পুস্তিকার প্রকাশের পাশাপাশি কমিশন আশিটিরও বেশি বই ও জার্নালের প্রকাশ করেছে| মানবাধিকারের সুরক্ষা ও প্রচারে এন.এইচ.আর.সি.'র কাজকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা ও মানবাধিকার রক্ষার এন.জি.ও. এবং প্রচার মাধ্যম সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে চলেছে|

(Release ID: 1512973) Visitor Counter : 6